প্রার্থনা- এর পিছনের অর্থ।

একটা জিনিস জিজ্ঞাসা করি।

আপনি কি কখনও কোন মুসলিমকে নামাজ পড়তে দেখেছেন? তাদের চলাফেরা, রুকু, মাটিতে কপাল রাখার ধরণ? আর ভাবছেন কেন? কেন তারা এভাবে নামাজ পড়ে? এর অর্থ কী?

এটা কি শুধুই একটা রুটিন, নাকি আরও গভীর কিছু আছে এর মধ্যে?

হয়তো আপনি দূর থেকে দেখেছেন। হয়তো অনলাইনে এটা স্ক্রল করেছেন। হয়তো আপনি এত কাছে দাঁড়িয়েছিলেন যে মৃদু শব্দগুলো শুনতে পেয়েছেন কিন্তু কিছু বুঝতে পারেন নি।

কিন্তু যদি আমি আপনাকে বলি যে প্রতিটি ধাপের পিছনে একটি কারণ আছে?

সেই নীরবতার মধ্যে শক্তি রয়েছে এবং এর অর্থ আছে। শুধু মুসলমানদের জন্য নয়, আমাদের সকলের জন্য।

কারণ যখন আপনি বুঝতে পারবেন কেন তারা এইভাবে প্রার্থনা করে, তখন আপনি কেবল ধর্মকেই দেখতে পাবেন না, আপনি শৃঙ্খলা, উদ্দেশ্য, সংযোগ এবং ঐক্য দেখতে পাবেন। তাই, ফিরে বসুন , শুধু কান নয়, আপনার হৃদয় খুলে রাখুন। এটা শেষ হওয়ার সময়, আপনি হয়তো এমনভাবে প্রার্থনাকে দেখতে পাবেন, যেভাবে আগে কখনও দেখেননি।

মুসলিমদের সালাত কেবল একটি রুটিন বা আচার নয়। এটি এমন একটি আত্মসমর্পণ যা শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা যায়না। নামাজের সময় প্রতিটি ভঙ্গির গভীর অর্থ রয়েছে যা বিনয় এবং শৃঙ্খলা প্রকাশ করে। এটি শুরু হয় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে, হাত জোড় করে, চোখ নিচু করে এবং হৃদয়কে একত্রিত করে। এটি কেবল ভঙ্গিমা সম্পর্কে নয়; এটি উপস্থিতি সম্পর্কে। এটি জীবন দানকারীর মহত্ত্বকে স্বীকৃতি দেয়। ঈশ্বরের সামনে দাঁড়ানোর কাজটি প্রস্তুতি, সতর্কতা এবং শ্রদ্ধা প্রকাশ করে।

এটা বলে, আমি এখানে আছি, আমি সচেতন, আমি নিজের চেয়েও মহান কিছুর অন্তর্ভুক্ত।

এরপর আসে সিজদাহ। বিশ্বাসী কোমরে ঝুঁকে, হাঁটুর উপর হাত রেখে, পিঠ সোজা করে, চোখ আরও নিচু করে। এই ধাপ শুরু হয় আত্মসমর্পণের মাধ্যমে। এটি স্রষ্টার সামনে আমরা কতটা ছোট তা বলে। এটি আর কেবল ঈশ্বরের সামনে দাঁড়ানো নয়। এটি আত্মসমর্পণের দিকে ঝুঁকে পড়া। এটি দেখায় যে আমরা সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু নই। অহংকারকে অবশ্যই নত হতে হবে। শরীর আত্মাকে অনুসরণ করে।

এটি প্রতিটি নিঃশ্বাসের সাথে বলে, তুমি আমার চেয়েও মহান।

তারপর আসে সবচেয়ে শক্তিশালী মুহূর্ত। সিজদাহ। কপাল মাটি স্পর্শ করে। হৃদয় মাথার উপরে উঠে যায়। মুখ যতটা সম্ভব নীচের অবস্থানে নামানো হয়।

এই কাজে, মানুষ আর লম্বা বা অর্ধেক বাঁকানো থাকে না। তারা সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে, ধুলোর মধ্যে মুখ, দুর্বল, উন্মুক্ত, তবুও শান্তি অনুভব হয়। এটি এমন একটি ভঙ্গি যা অহংকার দূর করে। এটি দুর্বলতা নয় বরং শক্তি। আপনি কে এবং আপনি কার অন্তর্ভুক্ত তা সঠিকভাবে জানার মাধ্যমে যে ধরণের শক্তি আসে সেই মুহূর্তে, অন্য কিছুই গুরুত্বপূর্ণ নয়। মর্যাদা নয়, সম্পদ নয়, খ্যাতি নয়, কেবল একটি আত্মা এবং তার স্রষ্টা।

সিজদাহ থেকে উঠে দাঁড়ানোও প্রতীকী। এটা মাটি থেকে পুনর্জন্মের মতো। আপনি নম্রতার সাথে নেমে গিয়েছিলেন এবং স্পষ্টতার সাথে উঠে দাঁড়াচ্ছেন, প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি এবং প্রতিটি ফিসফিসিয়ে বলা শব্দ সেই উদ্দেশ্যের সাথে মিলে যায় যে, শুধু শরীর দিয়ে নয় বরং আত্মারও আত্মসমর্পণ করা উচিত। এটা এলোমেলো পদক্ষেপ নয়। এটা শৃঙ্খলা। এটা বিশুদ্ধতম, সবচেয়ে শারীরিক আকারে উপাসনা।

যখন আপনি ভালো করে দেখবেন, তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে মুসলিমদের প্রার্থনা কেবল দেখা যায় না, বরং তা অনুভব করা যায়। প্রতিটি জাত,বর্ণ, শ্রেণীর মানুষ একত্রিত হয় এবং পাশাপাশি দাঁড়ায়। কোনও ভিআইপি বিভাগ নেই, ধনীদের জন্য সামনের আসন নেই। সি.ই.ও. হয়তো দারোয়ানের পাশে দাঁড়াবেন, ট্যাক্সি ড্রাইভারের পাশে ডাক্তারের দাঁড়াবেন, আর কেউ জানবে না বা পাত্তা দেবে না।

ঈশ্বরের সামনে তারা সকলেই সমান।

প্রার্থনার শক্তি এটাই। মুসলমানরা যেভাবে প্রার্থনা করে তা কেবল ভক্তি প্রদর্শন করে না। এটি ঐক্য দেখায়, মানবিক মর্যাদার একটি সম্পূর্ণ সমতা দেখায় যা বিশ্ব প্রায়ই ভুলে যায়। তারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, পা এক দিকে মুখ করে, মক্কার কাবা। এটি শারীরিক সারিবদ্ধতার চেয়েও বেশি কিছু। এটি একটি আধ্যাত্মিক সমন্বয়, একই উদ্দেশ্য, একই দিক। এটি ঘোষণা করে যে তারা যেখান থেকেই আসুক না কেন, তারা যে ভাষাতেই কথা বলুক না কেন, বা তাদের রঙ যাই হোক না কেন, তারা এক সত্যের অধীনে ঐক্যবদ্ধ।

বিভক্তিতে ভরা এই পৃথিবীতে, এই মুহূর্তটি বিরল। কেউই অন্যের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নয়। ধনী ব্যক্তি রা এখানে দীর্ঘ প্রার্থনা পায় না। দরিদ্র মহিলা চুপচাপ প্রার্থনা করে না যখন অন্যরা জোরে প্রার্থনা করে। প্রতিটি কণ্ঠস্বর, প্রতিটি ফিসফিসানি সমানভাবে প্রতিধ্বনিত হয়। তারা একই সাথে মাথা নত করে।

এটি হলো সামঞ্জস্য এবং গতি। এটি হলো শৃঙ্খলা।

- Ismail Vally